

## বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার আয়োজনে

সিডনিতে “ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ “ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

**পি.এস.চুন্নু, সিডনি:** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়া গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সোমবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মি. এ

হোটেল হলিডে ইন সিডনি এয়ারপোর্ট এ “বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ “ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে |

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন অ্যাডভোকেট শ. ম. রেজাউল করিম, আইনবিষয়ক সম্পাদক , বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি | বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মান্যবর হাইকমিশনারের প্রতিনিধি প্রথম সচিব মিসেস নাজমা আখতার ,বাংলাদেশ হাইকমিশন ক্যানবেরা ও অতিথি বক্তা ছিলেন সাংবাদিক কলামিস্ট অজয় দাসগুপ্ত |

শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পনোরই অগাস্ট এর সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে দোআ এবং তাদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় |

এরপর অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের যেসব বাংলাদেশী শিশুদের জন্ম হয়েছে , এখানে যারা বড়ো হচ্ছে তাদেরকে দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে সেলিমা বেগমের উপস্থাপনায় “ প্রজন্মের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু “

ছোট্ট পর্বের আয়োজন করা হয় | প্রিয় প্রজন্ম ঐহিক তারিক ভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করলো কবি নির্মলেন্দু গুনের বিখ্যাত কবিতা “ স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো |” সাফিনা জামান গাইলো “ সেদিনের সূর্যটা .....”বীরমুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান তরুনের সুর আর রফিক খানের কথায় ইংরেজি গান “ শেখ মুজিব বাঙালি নেশন “ গাইলো প্রিয় প্রজন্ম আনান রহমান | ঈশান তারিক গাইলো সেই কান্না ও আক্ষেপের গান “ যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই |” এই পর্বটি শেষ হয় রোকসানা রহমানের নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে | ছোট্টদের পরিবেশিত এ পর্বটি সবাইকে বিমোহিত করে | এ পর্বে যত্নে সহায়তা করেন ইয়াজ পারভেজ, সোহেল খান, সাকিনা আখতার ও শব্দ নিয়ন্ত্রণে ড. হায়দার আলী |

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি সিরাজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক পি.এস. চুন্নুর সঞ্চালনায় সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারেক খান | এরপর আইন বিষয়ক সম্পাদক রিজভী তাবিথ শাওন , সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বপন সাহা, ড. মলয় বিশ্বাস, সাংবাদিক ফজলুল বারী, সিনিয়র আওয়ামীলীগ নেতা ড.

অরবিন্দ সাহা, এসবিএস রেডিওর বাংলাবিভাগের পরিচালক সাংবাদিক আবু রেজা আরেফিন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ড.রতন কুন্ডু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার উপদেষ্টা ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ড. মাসুদুল হক, অতিথি বক্তা সাংবাদিক কলামিস্ট অজয় দাসগুপ্ত, বিশেষ অতিথি মান্যবর হাই কমিশনার এর প্রতিনিধি প্রথম সচিব মিসেস নাজমা আখতার ও প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট শ.ম.রেজাউল করিম, আইন সম্পাদক , বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি |

প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট শ.ম. রেজাউল করিম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার প্যানেলের আইনজীবীদের অন্যতম একজন ছিলেন | নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা ষড়যন্ত্রের নানাদিক তুলে ধরেন |জিয়াউর রহমান কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, জিয়া-খালেদা কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের বেনিফিশিয়ারি , হত্যা ষড়যন্ত্রের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে খালেদা জিয়া কিভাবে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলার নকশাকার তা সবিস্তারে তুলে ধরেন শ.ম.রেজাউল করিম | তিনি মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, হাইকোর্ট -সুপ্রিমকোর্টের বিচারে জিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে | সে কারণে বিএনপিসহ জিয়ার সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্ছ আদালতে | সেই সংগঠনটির সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে যারা শেখ হাসিনার সকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছেন তাদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেন | তিনি সকলকে যারযার অবস্থানে থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে নৌকা প্রতীককে বিজয়ী করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের আহবান জানান | পিনপতন নিস্তরুতায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো দর্শক-শ্রোতার শ.ম.রেজাউল করিমের বক্তব্য শোনেন |

সবশেষে সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল হক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন |

সেমিনারে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়াসহ ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মী ও অন্যান্য সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন |

মরে নাই | এরপর সঙ্গীত শিল্পী রোখসানা রহমানসহ আমরা সবাইমিলে গাইলাম আমাদের জাতীয় সংগীত “ আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি |”এ পর্বটি উপস্থাপনা করেন সেলিমা বেগম |

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি সিরাজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক পি.এস. চুন্নুরসঞ্চালনায় সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারেক খান | এরপর আইন বিষয়ক সম্পাদক রিজভী তাবিথ শাওন , সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বপন সাহা, ড. মলয় বিশ্বাস, সাংবাদিক ফজলুল বারী, সিনিয়র আওয়ামীলীগ নেতা ড.

অরবিন্দ সাহা, এসবিএস রেডিওর বাংলাবিভাগের পরিচালক সাংবাদিক আবু রেজা আরেফিন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ড.রতন কুন্ডু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার উপদেষ্টা ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ড. মাসুদুল হক, অতিথি বক্তা সাংবাদিক কলামিস্ট অজয় দাসগুপ্ত, বিশেষ অতিথি মান্যবর হাই কমিশনার এর প্রতিনিধি প্রথম সচিব মিসেস নাজমা আখতার ও প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট শ.ম.রেজাউল করিম, আইন সম্পাদক , বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি |

প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট শ.ম. রেজাউল করিম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার প্যানেলের আইনজীবীদের অন্যতম একজন ছিলেন | নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে

তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা ষড়যন্ত্রের নানা দিক তুলে ধরেন। জিয়াউর রহমান কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, জিয়া-খালেদা কিভাবে এই হত্যাকাণ্ডের বেনিফিশিয়ারি, হত্যা ষড়যন্ত্রের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে খালেদা জিয়া কিভাবে শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলার নকশাকার তা সবিস্তারে তুলে ধরেন শ.ম.রেজাউল করিম। তিনি মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টের বিচারে জিয়ার সমস্ত কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে কারণে বিএনপিসহ জিয়ার সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে। সেই সংগঠনটির সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে যারা শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছেন তাদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেন। তিনি সকলকে যারযার অবস্থানে থেকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে নৌকা প্রতীককে বিজয়ী করে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের আহবান জানান। পিনপতন নিস্তর্রতায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো দর্শক-শ্রোতার শ.ম.রেজাউল করিমের বক্তব্য শোনে। সবশেষে সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল হক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অস্ট্রেলিয়াসহ ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মী ও অন্যান্য সুধীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।















